

# Pakistan looks to boost bilateral trade

Wants direct flights, maritime connectivity

STAR BUSINESS REPORT

Pakistan is interested in resuming direct flights with Bangladesh and establishing maritime connectivity between the two nations to boost bilateral trade.

"Bangladesh is well-positioned in various economic indexes. So, we want to enhance bilateral trade," said Imran Ahmed Siddiqui, high commissioner of Pakistan to Bangladesh.

Currently, flights of Biman Bangladesh Airlines to Pakistan have been suspended.

Since there is no maritime connectivity between Chattogram port and Pakistan's port in Karachi, trade is being held through Singapore and other neighbouring ports. As a result, trade volumes are yet to reach a significant level.

Siddiqui made these comments during a meeting with Rizwan Rahman, president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), at the chamber's office yesterday.



Trade balance between the two south Asian nations currently tilts towards Pakistan.

According to the DCCI, trade Siddiqui made these comments between Bangladesh and Pakistan during a meeting with Rizwan reached \$543.90 million in fiscal Rahman, president of the Dhaka 2019-20.

Of the total amount, Bangladesh's export to Pakistan stood at \$50.54 million and imports were \$493.36

million.

The high commissioner pointed out that there was once a joint economic commission (JEC) between Bangladesh and Pakistan but its last meeting was held in 2005.

He called for the reestablishment of the JEC for the mutual benefit of both countries.

READ MORE ON B3

#### FROM PAGE B1

Siddiqui went on to say that the private sector of both countries could benefit from cooperation in the agriculture and blue economy sectors.

"Pakistan's fashion industry could also be a good opportunity for Bangladeshi entrepreneurs," he said.

Besides, cultural engagements can be a catalyst for strengthening economic diplomacy. If more Pakistani businessmen can interact with their Bangladeshi counterparts, more trade opportunities will arise, he added.

DCCI President Rahman said that the participation of Pakistani entrepreneurs in the recently concluded DCCI Business Conclave-2021 was encouraging.

Rahman also emphasised the need to boost regional trade and investment through the active intervention of the Saarc.

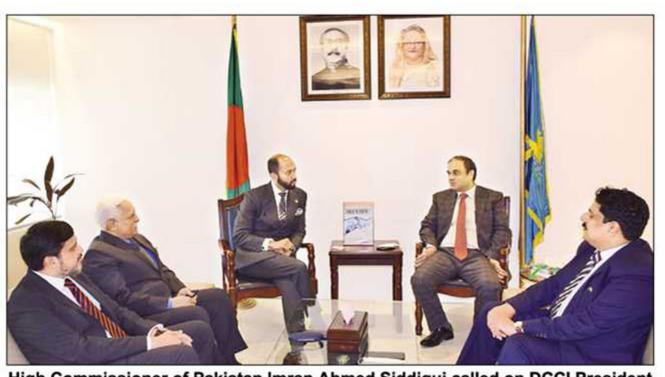
"In the new normal situation, businesses started to expand and Bangladesh's private sector is open for all," he added.

Pakistan may even sign a preferential or free trade agreement with Bangladesh to increase trade volumes, the DCCI chief said. Rahman also urged the high commissioner to take the initiative to reactivate certain memoranda of understanding signed between the DCCI and different chambers in Pakistan.

NKA Mobin and Monowar Hossain, senior vice-president and vice-president of the DCCI respectively, were also present during the meeting.



14 January, 2021



High Commissioner of Pakistan Imran Ahmed Siddiqui called on DCCI President Rizwan Rahman at the DCCI Office on Wednesday

# Pakistan can sign FTA or PTA with BD, suggests DCCI president

High Commissioner of Pakistan to Bangladesh Imran Ahmed Siddiqui called on DCCI President Rizwan Rahman at the DCCI office on Wednesday, says a statement.

During the meeting, DCCI President Rizwan Rahman said that the participation of Pakistani entrepreneurs in the recently-held 1st DCCI Business Conclave-2021 was encouraging.

He also emphasized regional trade and investment with an active intervention of SAARC.

In the new normal situation, businesses started to expand and Bangladeshi private sector was open for all, he added.

In 2019-20, the bilateral trade volume of Bangladesh and Pakistan was USD 543.90 million, he said. In

order to make Pakistani entrepreneurs aware of Bangladeshi market, DCCI Business Institute (DBI) could arrange training courses, he proposed.

He also said that Pakistan might sign PTA or FTA with Bangladesh to increase the trade volume.

He requested the High Commissioner to take an initiative for reactivating MOUs signed between DCCI and different chambers in Pakistan.

High Commissioner Imran Ahmed Siddiqui said Bangladesh's positions in different index were good and Pakistan wanted to enhance its bilateral trade with Bangladesh.

He said there was a Joint Economic Commission (JEC) between Bangladesh and Pakistan but its last meeting was held back in 2005. He urged all to activate the JEC for mutual benefits of both the countries.

He also mentioned that Pakistan was interested to restart direct flight with Dhaka. To boost bilateral trade, he underscored importance of direct shipment from Karachi to Chattogram port.

He also said that the private sectors of both the countries could be benefited in the agriculture and blue economy sectors.

Pakistan's fashion industry could provide a good opportunity for Bangladeshi entrepreneurs, he said, adding that cultural engagements could be a catalyst for strengthening economic diplomacy.

DCCI Senior Vice President N K A Mobin, FCS, FCA and Vice President Monowar Hossain were also present.

## daily oserver 14 January, 2021



High Commissioner of Pakistan to Bangladesh Imran Ahmed Siddqui and DCCI President Rizwan Rahman dicuss bilateral trade and investment during a meeting at the DCCI (Dhaka Chamber of Commerce and Industry) Office on Wednesday. They agreed that signing of a preferential trade agreement or free trade agreement might boost bilateral trade, which was only \$543.90 million in 2019-20. DCCI Senior Vice President N K A Mobin and Vice President Monowar Hossain were also present during the meeting.

#### New Nation 14 January, 2021

Private sector to play key role in boosting BD-Pak trade: DCCI President

## 

# বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে উদ্যোগ



### ডিসিসিআই সভাপতি ও পাকিস্তান হাইকমিশনার

- ডিসিসিআই সভাপতির সঙ্গে বাংলাদেশে
  নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
- যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের কার্যক্রম পুনরায় সক্রিয়ভাবে চালুর প্রস্তাব

কাগজ প্রতিবেদক : পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশি নাগরিকদের ডিসা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান সব বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক একটি বিষয়। এতে করে দুদেশের উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) স্থানীয় বাজার ও উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে উল্লেখ করে রিজওয়ান রাহমান বলেন, পাকিস্তানের তরুণ উদ্যোক্তারা এ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। তিনি বলেন, কৃষি এবং সমুদ্র অর্থনীতি এ দুই খাতে দুদেশের একসঞ্চে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি উল্লেখ করেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৪৩ দশমিক ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দুদেশের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য আরো সম্প্রসারণে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসন এবং দুদেশের বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার ওপর জোরারোপ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানেরর সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের মান্যবর হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি গতকাল বুধবার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উধ্বতন সহসভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ. সহসভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পাকিস্তান দৃতাবাসের কমার্শিয়াল সেক্রেটারি মোহাম্মদ সুলেমান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দূতাবাসের পাকিস্তান হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈশ্বিক সূচকগুলোতে বাংলাদেশের অবস্থান বৈশ আশাব্যাঞ্জক ফলে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সুনাম ক্রমান্বয়ে বাডছে পাকিস্তানও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি উল্লেখ করেন, দুদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে একটি অর্থনৈতিক কমিশন' স্থাপন করা হয়েছিল যেটির সর্বশেষ সভা ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালুকরণের প্রস্তাব করেন। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাডাতে দুদেশের মধ্যকার সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপন এবং করাচি ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মধ্যে সরাসরি পণ্য পরিবহন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে চালুকরণের আহ্বান জানান পাকিস্তানের হাইকমিশনার। পাকিস্তানের ফ্যাশন শিল্প বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।



#### ১৪ জানুয়ারি, ২০২১



গতকাল ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিন্দীকি (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

## ডিসিসিআই সভাপতির সঙ্গে হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ বাংলাদেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী পাকিস্তান

#### অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশে বাণিজ্য সম্প্রসারদে আগ্রহ প্রকাশ করেছে
পাকিস্তান। গতকাল বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের
হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিন্দীকি ঢাকা চেম্বার অব
কমার্স আন্ত ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজপ্রয়ান
রাহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সমরা তিনি এসব কথা
বলেন। সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহসভাপতি এনকেএ মবিন, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন
এবং পাকিস্তান দুতাবাসের কমার্শিয়াল সেক্রেটারি
মোহাম্মদ সুলেমান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈশ্বিক সূচক সমূহে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ আশাব্যাঞ্চক। বৈশ্বিক পরিমতলে বাংলাদেশের সুনাম ক্রমান্বরে বৃদ্ধি পাচেছ। পাকিস্তানও বাংলাদেশের সঙ্গে ধিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে অত্যস্ত আগ্রহী। দু'দেশের বাণিজ্য সম্পশ্রারণে একটি 'যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন' স্থাপন করা হয়েছিল যেটির সর্বশেষ সভা ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। বৰ্তমান অবস্থা বিবেচনায় যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের কার্যক্রম পুনরায় সক্রিয়ভাবে চালু হলে দুই দেশের জন্য ভালো হবে। ধিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে দু'দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপন এবং করাচি ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মধ্যে সরাসরি পণ্য পরিবহন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে চালুকরণের আহ্বান জানান পাকিস্তানের হাইকমিশনার। দেশটির ফ্যাশন শিল্প বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উল্লেখ করে তিনি বলেন, দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি গুরুতুপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে

কাজ করতে পারে।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সংখ্যক উদ্যোক্তা ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'ডিসিসিআই বিজনেস কনক্রেড ২০২১'-এর বিটুবি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদ্যেক্তাদের বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ করে দেয়ার জন্য ডিসিসিআই প্রতিবছরই এ ধরনের আয়োজন করবে। তিনি সার্কভুক্ত আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধিকল্পে উভয় দেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের আরও উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ডিসিসিআই সভাপতি আরও বলেন, সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিসা প্ৰান্তিতে বিদ্যমান সব বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক একটি বিষয় ফলে দু'দেশের উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসায়িত হবে। ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ভিবিআই) স্থানীয় বাজার ও উদ্যোক্তালের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে, যেখানে পাকিস্তানের তরুণ উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করে বাংগাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। কৃষি এবং সমুদ্র অর্থনীতি এ দুই খাতে দু'দেশের একসঙ্গৈ কাজ করার সুযোগ

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি উল্লেখ করেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দ্বিপান্ধিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৪৩,৯০ মিলিয়ন মার্কিন ভলার এবং দু'দেশের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসন এবং দু'দেশের বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার ওপর জোরারোপ করেন।



১৪ জানুয়ারি, ২০২১



ডিসিসিআই সভাপতির সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

# বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী পাকিস্তানের উদ্যোক্তারা

#### নিজয় প্রতিবেদক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডান্ট্রি (ডিসিসিআই)
সভাপতি রিজপ্তয়ান রাহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত
পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি বুধবার
সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত
ওই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহসভাপতি
এনকেএ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহসভাপতি মনোয়ার
হোসেন এবং পাকিস্তান দ্তাবাসের কমার্শিয়াল সেক্রেটারি
মোহাম্মদ সুলেমান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, পাকিস্তানের সর্বোচ্চসংখ্যক উদ্যোক্তা ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'ডিসিসিআই বিজনেস কনক্ষেত ২০২১'-এর বিটুবি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ডিসিসিআই প্রতিবছরই এ ধরনের আয়োজন করবে। তিনি সার্কভুক্ত আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধিকয়্পে উভয় দেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের আরও উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান সব বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক একটি বিষয় ফলে দুদেশের উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। রিজওয়ান রাহমান বলেন, ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) স্থানীয় বাজার ও উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে, যেখানে পাকিস্তানের তরুণ উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। তিনি বলেন, কৃষি এবং সমুদ্র অর্থনীতি এ দুই খাতে দুদেশের একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি উল্লেখ করেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৪৩.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দুদেশের মধ্যকার ব্যবসা–বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসন এবং দুদেশের বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার ওপর জোরারোপ করেন।

পাকিস্তান দূতাবাসের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈশ্বিক সূচকণ্ডলোয় বাংলাদেশের অবস্তান বেশ আশাব্যাঞ্জক ফলে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সুনাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাকিস্তানও বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি উল্লেখ করেন, দুদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে একটি 'যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন' স্থাপন করা হয়েছিল যেটির সর্বশেষ সভা ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বর্তমান অবস্তা বিবেচনায় যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের কার্যক্রম পুনরায় সক্রিয়ভাবে চালুকরণের প্রস্তাব করেন। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধিতে দুদেশের মধ্যকার সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপন এবং করাচি ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের মধ্যে সরাসরি পণ্য পরিবহন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে চালুকরণের আহ্বান জানান পাকিস্তানের হাইকমিশনার। পাকিস্তানের ফ্যাশন শিল্প বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুদেশের সম্পর্ক উনুয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রদারণে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।

## थासाप्रव्यथितीर्थ

১৪ জানুয়ারি, ২০২১

## 'বাংলাদেশ-পাকিস্তানের বিনিয়োগ সম্প্রসারণে বেসরকারিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে'

মো. আখতারুজ্জামান : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের মান্যবর হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি বুধবার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পাকিস্তান দৃতাবাসের কমার্শিয়াল সেক্রেটারি মোহাম্মদ সুলেমান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সংখ্যক উদ্যোক্তা ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'ডিসিসিআই বিজনেস কনক্রেভ ২০২১'-এর বিটুবি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদ্যোজাদের বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ডিসিসিআই প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন করবে। তিনি সার্কভুক্ত আঞ্চলিক বানিজ্য বৃদ্ধিকল্পে উভয় দেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারেদ আরও উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ভিসিসিআই সভাপতি বলেন, সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশী নাগরিকদের ভিসা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান সব বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক একটি বিষয়। ফুলে দু'দেশের উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ীক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। রিজওয়ান রাহমান বলেন, ভিসিসিআই বিজনেস ইপটিটিউট স্থানীয় বাজার ও উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে, যেখানে পাকিস্তানের তরুণ উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীক

পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।
তিনি বলেন কৃষি এবং সমুদ্র অর্থনীতি এ দুই খাতে দু দেশের
একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি
উল্লেখ করেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের
দিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৪৩.৯০ মিলিয়ন মার্কিন
ডলার এবং দুদেশের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য আরো সম্প্রসারণে
বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসন এবং দুদেশের বেসরকারিখাতকে
এগিয়ে আসার উপর জোরারোপ করেন।

পাকিস্তান দূতাবাসের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি वर्लन, वावमा-वानिष्कात विश्वक मुठकमभूर वाश्नाप्तरमञ् অবস্থান বেশ আশাব্যাঞ্জক ফলে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সুনাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাকিস্তানও বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী। দুদেশের বাণিজ্য সম্প্রস্রারণে একটি যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন স্থাপন করা হয়েছিল যেটির সর্বশেষ সভা ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের কার্যক্রম পুনরায় সক্রিয়ভাবে চালুকরণের প্রভাব করেন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে দু'দেশের মধ্যকার সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপন। সেইসঙ্গে করাচি ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মধ্যে সরাসরি পণ্য পরিবহন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে চালুর আহ্বান জানান, পাকিস্তানের হাইকমিশনার। পাকিস্তানের ফ্যাশন শিল্প বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের জন্য অত্যত সম্ভাবনাময় উল্লেখ করে তিনি বলেন, দু'দেশের সম্পর্ক উরয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকা- সম্প্রসারণে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি গুরুতুপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।

## পেয়ার বিজ

সূজনের পথে উন্নত স্বদেশ

১৪ জানুয়ারি, ২০২১

# ডিসিসিআই সভাপতির সঙ্গে পাক হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

#### শেয়ার বিজ ডেস্ক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজপ্তয়ান রাহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী গতকাল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারে ডিসিসিআইয়ের উর্ধ্বতন সহসভাপতি এনকেএ মবিন, সহসভাপতি মনোয়ার হোসেন, পাক হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর মোহাম্মদ সুলেমান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সাক্ষাৎকালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ-সংখ্যক উদ্যোক্তা ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ ২০২১'-এর বিটুবি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ করে দেয়ার জন্য ডিসিসিআই প্রতি বছরই এ ধরনের আয়োজন করবে। তিনি সার্কভুক্ত আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধিকল্পে উভয় দেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের আরও উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান সব বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক একটি বিষয় ফলে দু'দেশের উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম

সম্প্রসারিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। রিজওয়ান রাহমান বলেন, ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) স্থানীয় বাজার ও উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে, যেখানে পাকিস্তানের তরুণ উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈশ্বিক সচকসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ আশাব্যঞ্জক। ফলে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সুনাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাকিস্তানও বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি উল্লেখ করেন, দু'দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে একটি 'যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন' স্থাপন করা হয়েছিল, যেটির সর্বশেষ সভা ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের কার্যক্রম পুনরায় সক্রিয়ভাবে চালুকরণের প্রস্তাব দেন। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধিতে দু'দেশের মধ্যকার সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপন এবং করাচি ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মধ্যে সরাসরি পণ্য পরিবহন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে চালুকরণের আহ্বান জানান পাকিস্তানের হাইকমিশনার। পাকিস্তানের ফ্যাশন শিল্প বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উল্লেখ করে তিনি বলেন, দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।